যায়যায়দিন

8 MAY 2009

উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দের সিংহভাগ খরচ হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়

এম মামুন হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের সিংহভাগ অর্থ খরচ হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে। অন্যদিকে শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যয় অতিনগণ্য। আর ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের গবেষণা কার্যক্রমই নেই। এ কারণেই বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নিম্নগামী হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে ৯১.৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৬৮১ কোটি টাকার গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় গবেষণায় বরাদ্দ কম। এ বছর এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা মানের উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ডেভেলপমেন্ট এবং রেভিনিউ খাতে বাজেটের বেশির-ভাগই বরাদ্দের : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বরাদ্দের : উচ্চশিক্ষায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চলে যায়। গবেষণা কার্যক্রমে বরাদ্দ থাকে সীমিত। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দের জন্য। শিক্ষকদের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের বিদেশে গিয়ে গবেষণা কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি বহিঃপ্রাঙ্গণ ওয়াইফাই প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা টিএসসি প্রাঙ্গণে ল্যাপটপ নিয়ে ঢুকলে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় চলে আসবে।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। গবেষণা খাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অর্থ বরাদ্দের চিন্তা-ভাবনা করছে ইউজিসি।

ঢাবি সংবাদদাতা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট ছিল ২২৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য খরচ ছিল ১১১ কোটি ৪১ লাখ ৪০ হাজার এবং শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ১১ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট ছিল ১৫ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেট প্রায় ২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা এবং শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে কোনো বরাদ্দ নেই। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে আলাদা করে কোনো বরাদ্দ না থাকায় এখানে গবেষণাও খুব কম হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. শওকত জাহাঙ্গীর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের পর গবেষণা ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব হয় অনেক সীমিত। ইউজিসি বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না। তিনি মনে করেন, বর্তমানে উচ্চশিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে গেছে। দুই দশক আগেও বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তিন হাজারের মধ্যে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পাবে না কল্পনা করা যেতো না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট ছিল ৫২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। এর মধ্যে মোট বেতন-ভাতা ৩৭ কোটি ১০ লাখ এবং বাজেটে মোট কন্টিনজেন্সির জন্য বরাদ্দ করা হয় ১৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বাজেটের ৭০ শতাংশ খরচ করা হয় বেতন ও ভাতায়। কন্টিনজেন্সির মধ্যে রয়েছে গবেষণা ও শিক্ষা সরঞ্জাম খাত। গবেষণা খাতে ৫০ লাখ ১০ হাজার টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ০.৯৫ শতাংশ। শিক্ষা সরঞ্জাম খাতে ৬৯ লাখ ২৮ হাজার টাকা অর্থাৎ বাজেটের ১.৩২ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট ছিল ৭২ কোটি ৮০ লাখ টাকা এবং বেতন-ভাতায় ৪৬ কোটি এবং পেনশন খাতে ১১ কোটি টাকা। মোট বাজেটের ৭৮.২৯ শতাংশ। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৫ কোটি ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, যা বাজেটের মাত্র সাড়ে ছয় শতাংশ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৯৮ কোটি ৯২ লাখ টাকা বাজেটের বেতন-ভাতা ৭১ কোটি টাকা ও পেনশন ১৩ কোটি এবং সাধারণ ও আনুষঙ্গিক ছিল ১০ কোটি টাকা। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা। ১৪২ কোটি টাকার চাহিদা ইউজিসিতে দেয়া হয়েছে।

খুলনা প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থবছরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে সরকার থেকে বরাদ্দ পেয়েছে মাত্র ১০ লাখ টাকা। ১৬টি ডিসিপ্লিনে এ অর্থ বরাদ্দে গবেষণা কার্যক্রম চালানো রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের বাজেট ১৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। আর গবেষণার জন্য রয়েছে মাত্র ১০ লাখ টাকা।